অব্যক্ত ইশারা-১

বৃত্তির দ্বারা অন্যদের বৃত্তিকে পরিবর্তন করার সেবা করো।

১)বর্তমান সময় প্রমান নিজের মনের বৃত্তি আর অব্যক্ত দৃষ্টির দ্বারা অনেক ভালো সেবা করতে পারো।বৃত্তি আর দৃষ্টির দ্বারা সেবায় কোনো বন্ধনের ব্যাপার নেই।কেবল তোমরা নিজেদের উপরম বৃত্তির দ্বারা অব্যক্ত স্তিতিতে স্তিত থাকো তো যে কোনো বৃত্তির মানুষ তোমার সামনে আসলে,তারা তোমার শরীরকে না দেখে চমকময় আত্মাকে দেখবে আর পরিবর্তন হয়ে যাবে।তাদের দেহিক তমগুনি দৃষ্টি আর বৃত্তি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

২)এখন নিজের দৃষ্টি আর বৃত্তি পরিবর্তন করে নজর দিয়ে নেহাল করার সেবা করো।বেচে তো একটাই সাধন আছে কিন্তু কাউকে সম্পূর্ণ স্নেহ আর সম্মন্দে আনতে হলে বৃত্তি আর দৃষ্টির সেবা করতে লাগবে।এই সেবা এক স্থানে বসে এক সেকন্ডে অনেকের করতে পারো।

৩)যেমন প্রথমে বাপদাদার সাক্ষাত্কার ঘরে বসে হয়েছিল তামনই এখন দুরে বসে তোমাদের শক্তিশালী বৃত্তি এমন কাজ করুক যেমন কেউ হাত দিয়েই কাজটা করেছে,যে কোনো নাস্তিক তমগুনি আত্মাও বদলে যেতে পারবে।এখন এই সেবা করতে হবে কিন্তু এই সেবায় সফলতা তখন পাবে যখন তোমাদের বৃত্তি আর কথা পরিস্কার থাকবে। এখন মুখ্য হলো এই সেবা,এতেই অনেক আত্মাদের আকর্ষিত করতে পারবে।

৪)নিজের তিনটি স্থিতি সদা স্মৃতিতে রাখো প্রথমে উপকারী স্মৃতি,দ্বিতীয়ত নিরহঙ্কারী স্মৃতি,তৃতীয়ত অধিকারী স্মৃতি |যে যতই অপকার করুক না কেন তোমাদের দৃষ্টি আর বৃত্তি যেন সদা উপকারের থাকে,তারপর যতটাই অধিকারী ততটাই নিরহঙ্কারী স্তিতিতে থাকবে |যখন নিজের বৃত্তি থেকে আমার-আমার ত্যাগ হবে,স্মৃতিতে সদা বাপ আর দাদা থাকবে আর মুখেও ওই বোল থাকবে তখন বিশ্বপতি হয়ে বিশ্বের সেবা করতে পারবে |

৫)তোমাদের বৃত্তিতে যা হবে তা অন্যরা তোমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখবে |যদি বৃত্তি দেহ অভিমানের হয়,তাহলে তোমাদের দৃষ্টি দিয়েও সাক্ষাত্কার সেইরকমই হবে,অন্যদেরও দৃষ্টি বৃত্তি চন্চল হয়ে যাবে |মানে সাক্ষাত্কার করতে পারবে না |তো নিজের বৃত্তিকে ঠিক করে নিজের দৃষ্টিকে দিব্য বানাও |

৬)তোমাদের সামনে কেও যতই অশান্ত আর অস্থিরতায় ঘাবড়িয়ে আসুক না কেন কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি,স্থিতি আর বৃত্তির শক্তি যেন ওদের শান্ত করে দেয় |কেও যতই না বক্ত ভাবে হোক না কেন কিন্তু তোমাদের সামনে আসতেই যেন অব্যক্ত স্তিতির অনুভব করে |তোমাদের দৃষ্টি যেন কিরণের মতো কাজ করে |যেমন মাস্টার সূর্যর মতো জ্ঞানের লাইট দিতে সফল হয়েছ,তামনই এখন মাইটের(শক্তির কিরণের) দ্বারা সব আত্মাদের সংস্কার রুপী কিটানুকে নাশ করার কর্তব্য করো |

ওম শান্তি |